সরওয়ার জামাল নিজাম এমপির প্রতিবাদ

জামাল উদ্দিন অপহরণ ঘটনাকে কেন্দ্র করে গত ১০ ডিসেম্বর ২০০৪ সাপ্তাহিক-২০০০-এ আমাকে সরাসরি আক্রমণ করে একটি মিথ্যা, বানোয়াট ও ভিত্তিহীন সংবাদ ছাপানো হয়। পরিকল্পিত ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে লেখা এই প্রতিবেদনে আগাগোড়া আমাকে নানাভাবে আক্রমণ করে আমার চরিত্র হননের অপপ্রয়াস চালানো হয়। প্রতিপক্ষ রাজনৈতিক দলের কতিপয় জনধিকৃত নেতা এবং একটি অশুভ চক্রের যোগসাজশে কোনো ধরনের তথ্য-প্রমাণ ছাড়া প্রতিবেদক সুমি খান আমাকে ভয়ঙ্কর, নিষ্ঠুর, গডফাদার, ফ্রাঙ্কেনস্টাইন ইত্যাদি আখ্যায়িত করে তার প্রতিবেদনে নানা মিথ্যা ও কাল্পনিক তথ্য পরিবেশন করেছে, যার সঙ্গে সত্য কিংবা বাস্তবতার কোনো মিল নেই। এই বানোয়াট ও মিথ্যা সংবাদের প্রতিবাদ জানিয়ে সাপ্তাহিক ২০০০ পত্রিকার সম্পাদক বরাবরে কুরিয়ার সার্ভিসযোগে ১২ ডিসেম্বর ২০০৪ একখানা প্রতিবাদপত্র পাঠাই এবং পরবর্তী সংখ্যায় তা ছাপানোর জন্য অনুরোধ জানাই। কিন্তু পরবর্তী সংখ্যায় আমার প্রতিবাদ ছাপানো হয়নি। এরপর ২২ ডিসেম্বর সাপ্তাহিক ২০০০ অফিসে প্রতিবাদ পত্রটি পুনরায় সরাসরি পাঠানো হয়, যা পত্রিকার নির্বাহী সম্পাদক গোলাম মোর্তোজা নিজে গ্রহণ করেন এবং পরবর্তী সংখ্যায় প্রতিবাদপত্রটি হুবহু ছাপানোর ব্যাপারে আশ্বাস দেন। সপ্তাহের পর সপ্তাহ চলে যায় কিন্তু আমার প্রতিবাদ আর ছাপানো হয় না। ইতমধ্যে সাপ্তাহিক ২০০০-এর ৫টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে। এ ক্ষেত্রে সাপ্তাহিক ২০০০ কর্তৃপক্ষ শঠতার আশ্রয় গ্রহণ করে একজন জাতীয় সংসদ সদস্যের মানবাধিকার খর্ব করেছেন। অবশেষে নির্বাহী সম্পাদক প্রতিবাদপত্র গ্রহণের দীর্ঘ ১ মাস ৭ দিন পর ২৮ জানুয়ারি ২০০৫ সংখ্যায় আমার প্রতিবাদপত্রটি কাটছাঁট করে খন্ডিতাকারে ছাপানো হয়, যাতে আমার মূল বক্তব্যগুলো নেই। উল্টো প্রতিবেদক ১০ ডিসেম্বর ২০০৪ প্রকাশিত সংখ্যায় তার প্রতিবেদনকে সঠিক এবং আমার এলাকার অবস্থা যা লেখা হয়েছে তার চেয়ে আরো ভয়াবহ বলে উল্লেখ করে যথারীতি আমাকে আবার জনসমক্ষে হেয় করার অপপ্রয়াস চালিয়েছেন।

প্রতিবেদক এবং সাপ্তাহিক ২০০০-এর সম্পাদকের কাছে আমার প্রশ্ন, ১০ ডিসেম্বর ২০০৪ আমার সম্পর্কে যা লেখা হয়েছে তা যদি সঠিক হয়ে থাকে এবং আপনারা সাংবাদিকতার নীতিমালা যদি মেনে চলেন তাহলে প্রতিবাদ ছাপাতে এত সময়ক্ষেপন এবং গড়িমসি কেন? দীর্ঘদিন পর কাটছাঁট করে প্রতিবাদ ছাপানো হলেও প্রতিবাদের মূল বক্তব্যগুলো সম্পূর্ণরূপে কেন বাদ দেওয়া হলো? আপনাকে (সরওয়ার জামাল নিজাম) পুরোপুরি নিশ্চয়তা দিচ্ছি আপনি যা বললেন তাই ছাপবো'- এ 'ধরনের কথা প্রতিবেদক পত্রিকায় লিখলেও আমার মূল বক্তব্যগুলো প্রতিবাদপত্র থেকে একেবারেই কেন বাদ দেওয়া হলো? সাপ্তাহিক ২০০০ কর্তৃপক্ষ থেকে এর কোনো সদুত্তর পাওয়া যাবে কি?

১০ ডিসেম্বর ২০০৪ সংখ্যায় প্রতিবেদক সুমি খান যে রিপোর্ট করেছেন তাতে মোঃ আলীকে আনোয়ারা থানা বিএনপির সম্পাদক হিসেবে উল্লেখ করে ছবিসহ তার বক্তব্য ছেপে প্রতিবেদনের গ্রহণযোগ্যতা বাড়ানোর চেষ্টা চালিয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে এটা সত্য নয়। আনোয়ারা থানা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক হচ্ছেন শফিউল আলম জাকারিয়া (জকু), মোঃ আলী নয়। এছাড়া সুমি খান মোঃ আলীর বরাত দিয়ে লিখেছেন, '৯২ সালে কর্নেল অলি মন্ত্রী হওয়ার পর নিজের বাড়িতে জামাল উদ্দিন চৌধুরী ১০ লাখ লোক খাইয়েছেন, কমপক্ষে ৫ লাখ টাকা খরচ করেছেন'। এটা কি সম্ভব? ১০ লাখ লোককে খাওয়ানো চাট্টিখানি কথা নয়। ১০ লাখ লোককে খাওয়াতে নাকি ৫ লাখ টাকা খরচ হয়েছে। মানে জনপ্রতি ৫০ পয়সায় খাবার! বানোয়াট গল্প লিখতে গিয়ে প্রতিবেদক সুমি খান সম্ভবত খেই হারিয়ে ফেলেছিলেন। না হয় তিনি এ ধরনের উদ্ভট কথা লিখেন কি করে? আমি যে প্রতিবাদপত্র পাঠিয়েছি তাতে এই কথাগুলো ছিলো, এগুলো বাদ দেওয়া হলো কেন? জামাল উদ্দিন কেন, বাংলাদেশ কিংবা পৃথিবীর কোনো প্রান্তে কোনো ব্যক্তি দাওয়াত দিয়ে ১০ লাখ লোক খাইয়েছেন এমন খবরও আজ পর্যন্ত শোনা যায়নি। অথচ সুমি খান লিখে ফেললেন জামাল উদ্দিন ১০ লাখ লোক খাইয়েছেন জনপ্রতি ৫০ পয়সা খরচে।

সুমি খান তার প্রতিবেদনে যাকে সাধু সাজিয়ে উপস্থাপন করেছেন, সেই আওয়ামী লীগ নেতা আবুল কালামের অপকর্ম এবং সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের সুনির্দিষ্ট কিছু তথ্য ছিলো। সেগুলো প্রতিবাদপত্র থেকে উধাও।

এছাড়া প্রতিবেদক সুমি খানের গ্রামের বাড়ি আমার নির্বাচনী এলাকা পশ্চিম পটিয়ায়। ১০ ডিসেম্বর ২০০৪ সংখ্যায় প্রকাশিত রিপোর্টে যাদেরকে সন্ত্রাসী হিসেবে আমার সঙ্গে জুড়ে দিয়েছে তাদের অধিকাংশের বাড়িও পশ্চিম পটিয়ায়। এদের অনেকের সঙ্গে সুমি খানের পারিবারিক ও সামাজিক দ্বন্দ্ব রয়েছে। এখানে প্রতিবেদক তার প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার জন্য সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে চেয়েছেন যা কখনো সৎ সাংবাদিকতার পর্যায়ে পড়ে না। এই কথাগুলোও আমার প্রতিবাদপত্রে উল্লেখ ছিলো। এই নিরেট সত্য কথাগুলোও প্রতিবাদপত্র থেকে সম্পূর্ণরূপে বাদ দেওয়া হয়েছে কি কারণে তা সচেতন পাঠক মাত্রই বুঝতে পারবে। এভাবে মানুষের মৌলিক অধিকার হরণ করে সৎ সাংবাদিকতার ভান করা উচিত নয়।

১০ ডিসেম্বর ২০০৪ সংখ্যায় এতসব আজগুবি এবং বানোয়াট তথ্য সংবলিত সংবাদ পরিবেশন করার পরও প্রতিবেদক সুমি খান লিখেছেন, সরেজমিন অনুসন্ধান করে যেসব তথ্য পাওয়া গেছে সেগুলো নাকি যাচাই-বাছাই করে প্রতিবেদনে লেখা হয়েছে। সুমি খানের যাচাই-বাছাই প্রক্রিয়াটা সরেজমিনে ছিলো নাকি কারো অ্যাসাইনমেন্ট বাস্তবায়নের জন্য ড্রয়িংরুমে বসে করা হয়েছিল তা তার প্রতিবেদন পড়লেই সচেতন পাঠকমাত্রই বুঝতে পারবে।

১০ ডিসেম্বর ২০০৪ সংখ্যায় আলোচ্য প্রতিবেদনটি পড়ে জানা যায় রিপোর্টটি লিখেছেন সুমি খান। প্রতিবেদনে টেলিফোনে কথোপকথন কিংবা সাক্ষাৎকার নেওয়ার ক্ষেত্রে দ্বিতীয় কোনো ব্যক্তির অস্তিত্ব ছিলো না। অথচ ২৮ ডিসেম্বর ২০০৫ সংখ্যায় লেখা হলো আমার বক্তব্য জানতে চেয়ে সাপ্তাহিক ২০০০-এর নির্বাহী সম্পাদক নাকি আমার সঙ্গে ফোনে কথা বলেছেন। সুমি খানকে রক্ষায় নির্বাহী সম্পাদকের এই চেষ্টা শাক দিয়ে মাছ ঢাকার শামিল।

আরো লেখা হয়েছে, ১০ ডিসেম্বর ২০০৪ সংখ্যায় প্রতিবেদনের কোথাও নাকি আমাকে ধ্বংস করার কথা বলা হয়নি। তাহলে প্রতিবেদনের শেষ প্যারা ফ্রাঙ্কেনস্টাইন আখ্যায়িত করে ধ্বংস করে দেওয়ার জন্য প্রতিবেদক কার কথা লিখেছেন? শেষ প্যারায় সুনির্দিষ্টভাবে আমার নাম উল্লেখ করে খালেদা জিয়া সরকারের ফ্রাঙ্কেনস্টাইন আখ্যায়িত করে প্রতিবেদক আমাকে ধ্বংস করে জনগণের আস্থাভাজন হওয়ার জন্য সরকারকে বলেছেন।

প্রতিবেদনে কোনো ব্যক্তিকে নাকি আক্রমণ করা হয়নি। অথচ ১০ ডিসেম্বর ২০০৪ সংখ্যায় নানা মিথ্যা ও বানোয়াট তথ্য দিয়ে প্রতিবেদনের আগাগোড়া বিভিন্নভাবে আমাকে আক্রমণ করে আমার ছবিসহ সংবাদ ছাপানো হয়েছে। পত্রিকার প্রচ্ছদসহ প্রতিবেদনের অনেক জায়গায় আমার নাম পর্যন্ত বিকৃতভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। প্রতিবেদনে উদ্দেশ্যমূলকভাবে আমার ছবি দেওয়া হলেও অনুরোধ করা সত্ত্বেও প্রতিবাদে আমার ছবি ছাপানো হয়নি। অথচ প্রতিবেদক বলছেন কোনো ব্যক্তিকে নাকি আক্রমণ করা হয়নি। আর এসব কিছু করা হচ্ছে সুপরিকল্পিত এবং উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে।

এরকম লাগামহীন মিথ্যাচার সাপ্তাহিক ২০০০ কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে আমরা আশা করি না। আমরা চাই না হলুদ সাংবাদিকতার জোয়ারে সাপ্তাহিক ২০০০-এর সাংবাদিকরা গা ভাসিয়ে দিক। আমরা পত্রিকা কর্তৃপক্ষের কাছে বস্তুনিষ্ঠ এবং গঠনমূলক সংবাদ প্রত্যাশা করি। আশা করি সাপ্তাহিক ২০০০ কর্তৃপক্ষ সংবাদ পরিবেশনে সততা এবং সতর্কতা অবলম্বন করে আগামীতে আরো পেশাদারিত্বের পরিচয় দেবে।

সরওয়ার জামাল নিজাম, এমপি

সাপ্তাহিক ২০০০-এর বক্তব্য : সাংসদ সরওয়ার জামাল নিজাম যে ভাষায় প্রতিবাদ লিখেছেন তারচেয়ে ভয়ঙ্কর ভাষায় সাপ্তাহিক ২০০০-এর নির্বাহী সম্পাদকের সঙ্গে কথা বলেছেন দু'ব্যক্তি। তারা বলেছেন, সাংসদ সরওয়ার জামালকে নিয়ে যা লিখেছেন এবং তার পাঠানো প্রতিবাদপত্র যদি হুবহু না ছাপান তাহলে পরিণতি খুবই খারাপ হবে। প্রতিবেদক সুমি খানকেও আমরা দেখে নেব। আপনি কী করে সাংবাদিকতা করেন আর সুমি খান কিভাবে চট্টগ্রামে থাকে সেটা আমরা দেখবো...।

গত ১০ ফেব্রুয়ারি টেলিফোনে নির্বাহী সম্পাদককে এ হুমকি দিয়েছেন দু'ব্যক্তি। তাদের প্রশ্ন করা হয়েছিল, আপনারা কারা? উত্তরে দু'জনই বলেছেন, আমরা কারা বুঝতে পারছেন না, প্রতিবাদপত্র না ছাপালে বুঝিয়ে দেব আমরা কারা...।

বর্তমান সময়ে সাংবাদিকরা খুবই অসহায়। নির্যাতন আর হত্যাকান্ডের শিকার হচ্ছেন প্রতিনিয়ত।

এ ধরনের হুমকিতে আমরা ভীতসন্ত্রস্ত। তবে সত্য প্রকাশ করার ক্ষেত্রে আমাদের কোনো আপোষ নেই। সাংসদ সরয়ার জামাল নিজামের প্রতিবাদপত্রটি হুবহু ছাপানো হলো। পূর্বের প্রতিবাদপত্রের সঙ্গে এটা মিলিয়ে দেখলে পাঠক বুঝতে পারবেন 'মূল বক্তব্য' বাদ দেয়া হয়েছিল কি না! সাপ্তাহিক ২০০০ হলুদ সাংবাদিকতা করে কি না; মিথ্যা, ভিত্তিহীন, বানোয়াট সংবাদ ছাপে কি না- সেটা পাঠক খুব ভালো করেই জানেন। এ বিষয়ে মন্তব্যের প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। বিশেষ সংখ্যার চাপের কারণে পূর্বের প্রতিবাদ ছাপাতে দেরি হয়েছিল। এছাড়া অন্য কোনো কারণ ছিল না। সাংসদ সরওয়ার জামাল নিজামের সঙ্গে নির্বাহী সম্পাদকের টেলিফোনে কথা হয়েছিল। এবং তিনি যা বলেছিলেন সেটাই ছাপা হয়েছিল সুমি খানের প্রতিবেদনে।